154278 - সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায একাকী আদায় করলেন কেন?

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায আদায়কালে ইমাম ছিল না কেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায একাকী আদায় করেছিলেন; জামাতের সাথে আদায় করেননি।

আবু আসিব কিংবা আবু আসিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে: “তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামাযে হাযির হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম বলল: আমরা কিভাবে উনার জানাযা নামায আদায় করব? তিনি বললেন: আপনারা দলে দলে প্রবেশ করুন। তিনি বলেন: তারা এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাঁর জানাযার নামায আদায় করে ঐ দরজা দিয়ে বের হতেন।” ।[মুসনাদে আহমাদ (৩৪/৩৬৫), রিসালা প্রকাশনী]

মুসনাদে আহমাদের এই সংস্করণ এর সম্পাদকগণ বলেছেন: “হাদিসটির সনদ সহিহ। এর বর্ণনাকারীগণ সকলে শাইখদ্বয় (বুখারী-মুসলিম) এর রাবীগণ; শুধু হাম্মাদ বিন সালামা ছাড়া, তিনি মুসলিমের বর্ণনাকারী এবং সাহাবী ছাড়া। এই সাহাবীর কোন হাদিস ‘সহিহ সিত্তা’-তে নেই। জানাযার নামাযের ঘটনার সাক্ষ্য ইবনে মাজাহ কর্তৃক সংকলিত (১৬২৮) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিসে রয়েছে, বাইহাকী কর্তৃক ‘আল-দালায়িল’ (৭/২৫০) এ সংকলিত সাহল বিন সাদ-এর হাদিসে রয়েছে। তবে, এ দুটো হাদিস-ই দুর্বল।”[সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলেন: “তাঁর উপর – অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর- একাকী নামায পড়ার বিষয়টি সিরাত লেখকগণ ও একদল রেওয়ায়েত সংকলকদের সর্বসম্মত অভিমত; এ ব্যাপারে তারা মতভেদ করেননি।”[তামহিদ (২৪/৩৯৭) থেকে সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি এ বিষয়ে বর্ণিত আছারগুলো (বর্ণনাগুলো) পড়তে চান তিনি দেখতে পারেন: আব্দুর রাজ্জাক আল-সানআনি কর্তৃক সংকলিত 'আল-মুসান্নাফ' (৩/৪৭৩), 'পরিচ্ছেদ: কিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায পড়া হয়েছে', ইবনে আবু শাইবা কর্তৃক সংকলিত 'আল-মুসান্নাফ' (১৪/৫৫২), 'পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে', ইবনে মুলাক্কিন-এর 'আল-বদরুল মুনির' (৫/২৭৪-২৭৯), ইবনে হাজার-এর 'আত-তালখিসুল হাবির' (২/২৯০-২৯১) এবং সুয়ুতি-র 'আল-খাসায়েস আল-কুবরা' (২/৪১২-৪১৩)]

দুই:

আলেমগণ সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায একাকী আদায় করার বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন:

প্রথম কারণ: কোন কোন আলেম বলেছেন: এর কারণ হচ্ছে– সাহাবায়ে কেরামের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়ত ছিল আলাদা আলাদাভাবে তার জানাযার নামায আদায় করার। কিন্তু সহিহ সনদে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়নি। বরং কিছু দুর্বল হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

সুহাইলি (রহঃ) বলেন:

এটি নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। এ আমল কুরআন-সুন্নাহ্‌র সরাসরি দলিল ছাড়া হতে পারে না। এছাড়া বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মে ওসিয়ত করে গেছেন। তাবারী সনদসহ তা বর্ণনা করেছেন। এর তাত্ত্বিক কারণ হল: আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর উপর সালাত পড়া এই বাণীর মাধ্যমে ফরয করে দিয়েছেন: (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) الأحزاب/56، (তোমরাও তাঁর উপর সালাত এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর।)[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬] এই আয়াতে যে 'সালাত' পড়ার কথা বলা হচ্ছে সে সালাত (দরুদ) পড়ার হুকুম হচ্ছে– ইমাম ব্যতীত। তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তাঁর উপরে সালাত (জানাযার নামায) পড়াও এই আয়াতের ভাষ্যে অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে কারীমাটি এই সালাত (জানাযা-নামায) ও সার্বক্ষণিক তাঁর উপরে সালাত (দরুদ) উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে।[সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত][আর-রওযুল উনুফ (৭/৫৯৪-৫৯৫)]

দ্বিতীয় কারণ: এই মর্যাদা অর্জন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামাযের ইমামতি- এর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পারিক তীব্র প্রতিযোগিতা। যার কারণ হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের তীব্র ভালবাসা। এ ভালবাসার সাথে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের সর্বশেষ নিকটবর্তী অবস্থানের ক্ষেত্রে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া বা সুযোগ দেয়া সাজে না; বরং প্রতিযোগিতা করা এবং ঠেলাঠেলি করাই সাজে। বিশেষতঃ যেহেতু খলিফা বা ইমামের বিষয়টি তখন পর্যন্ত স্থিতিশীল হয়নি এবং কোন ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহ্‌র দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তাকে তখনও চেনা যায়নি যে, তিনি এগিয়ে গিয়ে ইমামতির দায়িত্ব নিবেন। তাই

তারা মুসলমানদের ঐক্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একজন ব্যক্তির উপর তাদের সকলের সিদ্ধান্ত এক হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন; যাতে করে তিনিই অনুসৃত ইমাম হতে পারেন। কারণ খলিফাই তো নামাযের ইমামতি জন্য এগিয়ে যেতেন।

ইমাম শাফেয়ি (রহঃ) বলেন: “সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায একাকী আদায় করেছিলেন কেউ ইমামতি করেনি সেটা রাসূলের মহান মর্যাদার কারণে এবং একক ব্যক্তি যেন রাসূলের জানাযা নামাযের ইমাম না হয় তাদের পারস্পারিক এই প্রতিযোগিতার কারণে।”[সমাপ্ত][আল-উম্ম (১/৩১৪)]

ইমাম রামলি (রহঃ) ইমাম শাফেয়ি (রহঃ) এর উক্তিটি উদ্ধৃত করার পর বলেন:

“কেননা তখনও উম্মাহ্‌র নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কোন ইমাম নির্ধারিত হয়নি। যদি কেউ নামাযের ইমামতির জন্য এগিয়ে যান তাহলে সবক্ষেত্রে তিনিই হবেন অগ্রণী এবং খিলাফতের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি।”[সমাপ্ত][নিহায়াতুল মুহতাজ (২/৪৮২)]

তৃতীয় কারণ: সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কারো মুক্তাদি না হয়ে একাকী ও বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায আদায় করার মাধ্যমে বরকত লাভের প্রতিযোগিতা। সওয়াব ও বরকত লাভের জন্য তাদের কেউ তার মাঝে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে অন্য কেউ মাধ্যম হোক এটা গ্রহণ করেননি।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন:

“তাদের প্রত্যেকে তাঁর বরকত অন্য কারো অনুবর্তী না হয়ে বিশেষভাবে নিতে চেয়েছেন।”[সমাপ্ত][আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (৪/২২৫)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে পড়েছেন। কারণ তারা কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে ইমাম গ্রহণ করা পছন্দ করেননি। তাই তারা একা একা এসে নামায আদায় করেছেন। প্রথমে পুরুষেরা, তারপর নারীরা।[সমাপ্ত][আমাদের ওয়েব সাইটের 152888 নং ফতোয়ায় উদ্ধৃত]

চতুর্থ কারণ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর সামনে অগ্রসর হয়ে সবার নামাযের ইমামতি করতে ভয় করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন মানুষের ইমাম, নেতা ও পথ-প্রদর্শক। সে কারণে তাঁর মৃত্যুর পরে কেউ তাঁর স্থানে দাঁড়াবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে, সে সাহস করেননি। এ কারণটি – যেমনটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন- পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণের সাথে সাংঘর্ষিক; যে কারণদ্বয় আলেমগণ উল্লেখ করেছেন।

হাম্বলি মাযহাবের আলেম ‘বুহুতি’ (রহঃ) বলেন:

“তার উপর তথা মৃত ব্যক্তির উপর জামাতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করা সুন্নত। যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম করেছেন এবং মুসলমানেরা এর উপরে আমল করে আসছে। তবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায জামাতবদ্ধভাবে পড়া হয়নি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে।”[সমাপ্ত][শারহু মুনতাহাল ইরাদাত (১/৩৫৭)]

এই কারণগুলো আলেমগণ উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু, এর মধ্যে কোন একটি কারণকেও নিশ্চিত করা আমাদের কাছে পরিস্ফুট নয়।

হতে পারে উল্লেখিত সবগুলো কারণের পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা কোন একটি কারণের পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায একাকী আদায় করেছেন। আবার এও হতে পারে আমরা যে কারণগুলো উল্লেখ করেছি সেগুলো ছাড়া ভিন্ন কোন কারণে তারা তা করেছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

ইতিপূর্বে 152888 নং প্রশ্নোত্তরে জানাযার নামায আলাদা আলাদাভাবে পড়া জায়েয হওয়া এবং জামাতে পড়া সুন্নত; ওয়াজিব নয়, শুদ্ধতার শর্ত নয় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।